DSC 1 D

শ্রী গণেশায় নমঃ

।।লঘুসিদ্ধান্ত-কৌমুদী।।

নত্বা সরস্বতীং দেবীং শুদ্ধাং গুণ্যাং করোম্যহম্।
পাণিনীয়প্রবেশায় লঘুসিদ্ধান্ত - কৌমুদীম্।।

অন্বয়ঃ- অহম্ শুদ্ধাং গুণ্যাং সরস্বতীং দেবীং নত্বা পাণিনীয়-প্রবেশায় লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদীং করোমি।

অনুবাদঃ- আমি (বরদরাজাচার্য্য) শুদ্ধা এবং বিশিষ্ট গুণযুক্তা সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া পাণিনীয় ব্যাকরণে প্রবেশের জন্য 'লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী' (যাহা লঘু বা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও সিদ্ধান্তের কৌমুদী বা জ্যোৎস্নারূপিণী) করিতেছি (অর্থাত্ রচনা করিতেছি)।

।। অথ সংজ্ঞাপ্রকরণম্ ।।

অইউণ্ ১। ঋ৯ক্ ২। এওঙ্ ৩। ঐঔচ্ ৪। হযবরট্ ৫। লণ্ ৬। ঞমঙণনম্ ৭। ঝভঞ্ ৮। ঘঢধষ্ ৯। জবগডদশ্ ১০। খফছঠথচটতব্ ১১। কপয় ১২। শষসর্ ১৩। হল্ ১৪।

বরদরাজঃ- ইতি মাহেশ্বরাণি সূত্রাণ্যণাদিসংজ্ঞার্থানি এষামন্ত্যা ইতঃ। হকারাদিষ্বকার উচ্চারণার্থঃ। লণ্মধ্যে ত্বিত্সংজ্ঞকঃ।

অনুবাদঃ- এই মাহেশ্বরসূত্রগুলি অণ্ প্রভৃতি সংজ্ঞার জন্য। ইহাদের (চতুর্দশ সূত্রগুলির) অন্তিম বর্ণগুলি ইত্ (সংজ্ঞক হয়)। হকার প্রভৃতিতে অকার উচ্চারণের জন্য। 'লণ্' সূত্রে মধ্যবর্তী (অকার) কিন্তু ইত্সংজ্ঞক।

আলোচনা ঃ- এই চৌদ্দটি সূত্রকে মাহেশ্বর সূত্র বলা হয়। এই গুলি মহেশ্বরের নিকট হইতে আচার্য পাণিনি সাক্ষাত্ভাবে পাইয়াছিলেন। বলা হইয়াছে—

নৃত্তাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারম্।
উদ্ধর্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্।।

সনক, সনন্দ (ব্রহ্মার মানস পুত্র) প্রভৃতি সিদ্ধগণের উদ্ধারের জন্য নটরাজরাজ (মহাদেব) নৃত্তের শেষে চৌদ্দবার ডমরু বাজাইয়াছিলেন। সেই চৌদ্দটি ধ্বনি হইতেই ভগবান্ পাণিনি 'অইউণ্' প্রভৃতি চৌদ্দটি মাহেশ্বর সূত্র গ্রন্থন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে পাণিনীয় শিক্ষাগ্রন্থে উল্লিখিত বচন ও প্রমাণ— '**যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাত্**।' অর্থাত্ পাণিনি মহেশ্বরের কাছ হইতে অক্ষর সমাম্নায় লাভ করিয়াছিলেন। এই চৌদ্দটি সূত্র হইতে অণ্ প্রভৃতি ৪২টি সংজ্ঞা পাওয়া যাইবে। এই সূত্রগুলির অন্তিম বর্ণগুলি অর্থাত্ ণ্, ক্, ঙ্, চ্ প্রভৃতি ১৪টি বর্ণ ইত্ সংজ্ঞক। হকার প্রভৃতিতে অকার উচ্চারণের জন্য। লণ্ (ষষ্ঠ) সূত্রে অকার কিন্তু ইত্সংজ্ঞক।

১। হলন্ত্যম্— ১।৩।৩

হল্ - ১।১, অন্ত্যম্ - ১।১.

অনুবৃত্তিঃ- উপদেশে, ইত্।

[উপদেশে অন্ত্যম্ হল্ ইত্ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ- উপদেশেঽন্ত্যং হলিত্স্যাত্। উপদেশ আদ্যোচ্চারণম্। সূত্রেষ্বদৃষ্টং পদং সূত্রান্তরাদনুবর্তনীয়ং সর্বত্র।

অনুবাদঃ- উপদেশে অন্ত্য হল্ এর ইত্ সংজ্ঞা হয়। আদ্য (অর্থাত্ প্রথম) উচ্চারণকে উপদেশ বলা হয়। সূত্রগুলিতে অদৃষ্ট পদ অন্য সূত্র হইতে সর্বত্র অনুবর্তন করা হয়।

আলোচনা ঃ- পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি কর্তৃক প্রথম উচ্চারণকে উপদেশ বলা হয়। প্রাচীন বৈয়াকরণের কেহ কেহ উপদেশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন।

'ধাতুসূত্রগণোণাদিবাক্যলিঙ্গানুশাসনম্।
আগমপ্রত্যয়াদেশা উপদেশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।।'

বিভিন্ন বিভাগ সহ সূত্রের লক্ষণ নিম্নরূপ—

'সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধির্নিয়ম এব চ।
অতিদেশোঽধিকারশ্চ ষড়বিধং সূত্রলক্ষণম্।।

শিব আগচ্ছ'। হে শিব, আইস।

৪২। অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ—৬।১।১০১

অকঃ—৫।১, সবর্ণে—৭।১, দীর্ঘঃ—১।১

অনুবৃত্তিঃ—অচি,

[অকঃ সবর্ণে অচি (পরতঃ) পূর্বপরয়োঃ (স্থানে) দীর্ঘঃ একাদেশঃ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ—অকঃ সবর্ণেঽচি পরে পূর্বপরয়োর্দীর্ঘঃ একাদেশঃ স্যাৎ। দৈত্যারিঃ। শ্রীশঃ। বিষ্ণূদয়ঃ। হোতৄকারঃ।।

অনুবাদ—অক্‌ এর পর সবর্ণ অচ্‌ থাকিলে পূর্ব ও পরের (স্থানে) দীর্ঘ একাদেশ হয়। (যথা-) দৈত্যারিঃ। শ্রীশঃ। বিষ্ণূদয়ঃ। হোতৄকারঃ।।

আলোচনা—'ইকো যণচি' সূত্র হইতে 'অচি' পদের অনুবর্তন হইতেছে, এবং একঃ পূর্বপরয়োঃ'—অধিকার আছে। দৈত্য+অরিঃ—এই উদাহরণে অকারের পর সবর্ণ অচ্‌ থাকায় অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে সবর্ণ দীর্ঘ আকার একাদেশ করিয়া দৈত্যারিঃ পদ সিদ্ধ হয়। এইরূপে শ্রী+ঈশঃ=শ্রীশঃ। বিষ্ণু+উদয়ঃ=বিষ্ণূদয়ঃ। হোতৃ+ঋকারঃ=হোতৄকারঃ।

৪৩। এঙঃ পদান্তাদতি—৬।১।১০৯

এঙঃ—৫।১, পদান্তাত্—৫।১, অতি—৭।১

অনুবৃত্তিঃ—পূর্বঃ, সংহিতায়াম্‌।

[পদান্তাদ্‌ এঙঃ অতি (পরতঃ) পূর্বপরয়োঃ পূর্বঃ (পূর্বরূপঃ) একাদেশঃ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ—পদান্তাদেঙোঽতি পরে পূর্বরূপমেকাদেশঃ স্যাৎ। হরেঽব। বিষ্ণোঽব।।

অনুবাদ—পদান্ত এঙ্‌ এর পর হ্রস্ব অকার থাকিলে (পূর্ব ও পরের স্থানে) পূর্বরূপ একাদেশ হয়। (যথা—) হরেঽব। বিষ্ণোঽব।।

ইহা সংজ্ঞা সূত্র।

২। অদর্শনং লোপঃ ১।১।৬০

অদর্শনম্ - ১।১, লোপঃ ১।১

বরদরাজঃ- প্রসক্তস্যাদর্শনং লোপসংজ্ঞং স্যাৎ।।

অনুবাদ ঃ- বিদ্যমানের অদর্শনকে লোপ বলা হয়।

আলোচনা ঃ- যাহা ছিল কিন্তু বর্তমানে নাই তাহাকে (অদর্শনকে) লোপ বলা হইবে। অর্থাৎ দর্শন শাস্ত্রে যাহাকে ধ্বংসাভাব বলা হয় তাহাকে এইখানে লোপ বলা হইতেছে। ইহা সংজ্ঞা সূত্র।

কারক শব্দটির অর্থ হলো- যা ক্রিয়া সম্পাদন করে।

বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে।

কারক ছয় প্রকার:

কর্তৃকারক

কর্ম কারক

করণ কারক

সম্প্রদান কারক

অপাদান কারক এবং

অধিকরণ কারক।